ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*********

স- ১৫৩০
খোয়াই, ২ জুলাই, ২০২৫

## ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানে পদ্মবিল ব্লক প্রাঙ্গনে সচেতনতামূলক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির

খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি পদ্মবিল ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের সমাপ্তি উপলক্ষে এক সচেতনতামূলক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সরজিৎ দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মহকুমার ওয়েলফেয়ার অফিসার নৃপেন্দ্র দেববর্মা, পদ্মবিল ব্লকের বিডিও অমিত জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান একটি মহৎ উদ্যোগ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সরাসরি মেলবন্ধন গড়ে উঠছে। তিনি এ ধরনের উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ শিবিরে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে জনগণের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। শিবিরে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৭২ টি এসটি, ৬৫টি পিআরটিসি, ১৫টি ম্যারেজ, ২৫টি জন্ম নিবন্ধীকরণ, ২৫টি ইনকাম সার্টিফিকেট এবং ৭টি রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। এছাড়া ৩৭টি আধারকার্ড আপডেট করা হয়। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫০টি আর ও আর এবং ৫টি জব কার্ড বিতরণ করা হয়। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭ জন মৎস্যচাষির মধ্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ৩ জন ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীকে আইস বক্স এবং ৩ জনের মধ্যে মাছ ধরার জাল বিতরণ করা হয়। টিআরএলএম -এর পক্ষ থেকে ২৫টি পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, ৩০টি প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং ২ জনের লোনের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭টি পিএমকিষাণ, ৩টি কেসিসি লোন এবং ২টি কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫ জন বিদ্যুৎ গ্রাহকের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ৬টি বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের জন্য কিট প্রদান করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ৮ জনের মধ্যে পুষ্টি কিট বিতরণ করা হয়। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪২ জনকে ৮৫টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৯ জনের কাছ থেকে আয়ুষ্মান কার্ডের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয় এবং ৫০ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে শূকর ও পোল্ট্রি ফার্মিং-এর জন্য ৫টি কেসিসি লোনের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয় এবং ২০টি পরিবারের ২৯৭টি গবাদি প্রাণী ও পাখির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়। আয়োজিত শিবিরে মোট ২১টি সরকারি স্টল খোলা হয়েছিল।

*****